নির্বাণ

ইউনিট ১০

ভূমিকা

গৌতম বুদ্ধের প্রচারিত ধর্মের মূল লক্ষ্য হল নির্বাণ। এর অর্থ হল সম্পূর্ণরূপে নির্বাপিত হওয়া। অর্থাৎ ভবচক্র বা জন্ম-মৃত্যুর ক্রমাবর্তন দুঃখ থেকে চিরমুক্তি লাভ করা। নির্বাণ শান্ত লক্ষণযুক্ত। দুঃখের উপশমই এর স্বভাব। নির্বাণ পরম সুখকর। কামনার বশবর্তী হয়ে জীবগণ ভব হতে ভবান্তরে জন্ম নিয়ে অশেষ দুঃখভোগ করে। তৃষ্ণা থেকে মুক্ত হতে পারলে দুঃখ নিরোধ হয়। এই ভবচক্র রূপ থেকে যিনি মুক্ত তিনি নির্বাণগামী হতে পারেন। অতএব তৃষ্ণাক্ষয়ের দ্বারা জন্ম-মৃত্যুরূপ দুঃখময় ভবচক্রের পূর্ণ নিরোধই নির্বাণ।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ১ সপ্তাহ**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ পাঠ -১০.১ : নির্বাণের ধারণা পাঠ -১০.২ : নির্বাণের প্রকারভেদ পাঠ -১০.৩ : নির্বাণের স্বরূপ পাঠ -১০.৪ : উপমা ও যুক্তিতে নির্বাণ পাঠ -১০.৫ : নির্বাণ লাভের উপায়	নির্বাণ শান্ত লক্ষণযুক্ত। দুঃখের উপশমই এর স্বভাব। নির্বাণ পরম সুখকর। কামনার বশবর্তী হয়ে জীবগণ ভব হতে ভবান্তরে জন্ম নিয়ে অশেষ দুঃখভোগ করে। তৃষ্ণা থেকে মুক্ত হতে পারলে দুঃখ নিরোধ হয়। এই ভবচক্র থেকে যিনি মুক্ত তিনি নির্বাণগামী হতে পারেন।

পাঠ-১০.১ নির্বাণের ধারণা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- নির্বাণ শব্দের সাধারণ অর্থ বলতে পারবেন।
- নির্বাণ সম্পর্কে তথাগত বুদ্ধের উক্তি বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- তৃষ্ণা সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- নির্বাণের স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	নির্বাণ, তৃষ্ণাক্ষয়, শান্তলক্ষণযুক্ত, দুঃখ নিরোধ, ভবচক্র, বিমুক্তি।

'নি' উপসর্গের সাথে অর্থবোধক 'বাণ' পদ যুক্ত হয়ে 'নির্বাণ' শব্দটি গঠিত হয়েছে। এখানে 'নি' মানে অভাব বা ক্ষয় এবং 'বাণ' হল তীর বা ধনুকের শর। কিন্তু এখানে 'বাণ' শব্দটি বন্ধন বা তৃষ্ণা অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে। সুতরাং 'নির্বাণ' এর অর্থ 'নিভে যাওয়া' বুঝালেও বৌদ্ধ শাস্ত্রে নির্বাণের অর্থ হল তৃষ্ণাক্ষয় বা বন্ধনমুক্ত।

গৌতম বুদ্ধ যে ধর্ম বিশ্ব-মানবতার কল্যাণে প্রচার করেছেন তার মূল লক্ষ্য হল নির্বাণ লাভ। গৌতম বুদ্ধ জন্ম-জন্মান্তরে পারমী পূর্ণ করে বুদ্ধত্ব লাভ করেন এবং নির্বাণ লাভ করেন। অর্থাৎ যে ধর্ম প্রত্যক্ষ করলে তৃষ্ণার বন্ধন ছিন্ন হয় এবং রাগ-দ্বেষ-মোহাগ্নি নির্বাপিত হয়, তারই নাম 'নির্বাণ'। বুদ্ধ বলেছেন– 'জন্ম, জরা-ব্যাধি, মরণ দুঃখময়'। অর্থাৎ বার বার জন্ম গ্রহণ করা যেমন দুঃখকর তেমনি মৃত্যুও দুঃখের কারণ। কেননা মৃত্যুতে দুঃখের অবসান হয় না। পুনর্জন্ম তাকে নিতেই হয়। প্রশ্ন থাকে কেন এই পুনর্জন্ম? তৃষ্ণা কামনা-বাসনাই এর প্রধান কারণ। এজন্য চাই তৃষ্ণার পূর্ণ বিনাশ সাধন। তৃষ্ণার বিনাশ হলে পুনর্জন্ম রোধ হয়। জন্ম না হলে মৃত্যুও হবে না। জন্ম-মৃত্যুর এই পরিক্রমাকে বৌদ্ধ পরিভাষায় বলা হয় 'ভবচক্র'। এর থেকে মুক্ত না হলে দুঃখের অবসান ঘটে না। সুতরাং ভবচক্রের হাত থেকে মুক্তিলাভের দ্বারা দুঃখের পরিপূর্ণ নিবৃত্তিই হল 'নির্বাণ'।

তথাগত বুদ্ধ বলেছেন- পজ্জলিতো ভিক্খবে তযং কেনগ্গিনা পজ্জলিতো? রাগগ্গিনা পজ্জলিতো, দোসগ্গিনা পজ্জলিতো, মোহগ্গিনা পজ্জলিতো'তি।'
হে ভিক্ষুগণ, এ জগৎ প্রজ্জ্বলিত হচ্ছে। এ জগত কিসের দ্বারা প্রজ্জ্বলিত হচ্ছে? এ জগত রাগাগ্নি দ্বেষাগ্নি ও মোহাগ্নির দ্বারা প্রজ্জ্বলিত হচ্ছে। অর্থাৎ জগত জন্ম, জরা, ব্যাধি, মৃত্যু, দুঃখ, শোক, পরিদেবন, দৌর্মনস্য এবং হতাশারূপ অগ্নির দ্বারা প্রজ্জ্বলিত হচ্ছে। ধর্মপদে বলা হয়েছে, 'সংসার অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্ম'। সংসারে জীব-বস্তুসমূহ নিত্য নয়। এটা সর্বদা পরিবর্তনশীল। জীব ও জগত যেখানে অনিত্য সেখানে সারবস্তুর অস্তিত্ব কোথায়?
অতএব সকল প্রকার অস্তিত্ব বিনাশ সাধন বা ছিন্ন করাই হচ্ছে নির্বাণ। এখানেই জন্ম-মৃত্যু বন্ধ হয় এবং তৃষ্ণার নিরোধ হয়। এটাই নির্বাণ।

সারসংক্ষেপ :

বৌদ্ধধর্মের সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান হচ্ছে নির্বাণ। ধ্যান-ধারণা ও সাধনার প্রত্যক্ষ ফল নির্বাণ। বুদ্ধ বিশ্ব-মানবতার কল্যাণে যে ধর্ম প্রচার করেছেন তার মূল লক্ষ্য হল নির্বাণ। নির্বাণপ্রাপ্ত ব্যক্তির পুনর্জন্ম হয় না। নির্বাণের মাধ্যমে বিমুক্তি আসে। বুদ্ধ নির্বাণ লাভের উপায় ও পথ প্রদর্শন করেছেন। দুঃখ থেকে মুক্তির একমাত্র উপায় নির্বাণ। সকল প্রকার তৃষ্ণা এবং জন্ম মৃত্যুর বিনাশ সাধনই হলো হলো নির্বাণ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১ :

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. 'নির্বাণ' শব্দের অর্থ কী?
ক. এগিয়ে যাওয়া খ. তৃষ্ণার বন্ধন থেকে মুক্তি
গ. চলে যাওয়া ঘ. আত্মতৃপ্তি

২. দুঃখ থেকে মুক্তির উপায় হচ্ছে–
i. সোপান ii. তুফান
iii.নির্বাণ
নিচের কোনটি সঠিক
ক. i. খ. i ও ii
গ. iii. ঘ. i. ও iii.

উত্তরমালা : ১. খ, ২. গ

পাঠ-১০.২ নির্বাণের প্রকারভেদ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- নির্বাণ কত প্রকার বলতে পারবেন।
- কীভাবে সোপাদিশেষ নির্বাণ হয় তা জানতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	সোপাদিশেষ, অনুপাদিশেষ, পঞ্চ উপাদান, অনুরাগবশত, পঞ্চস্কন্ধ, কর্মভব, নিরুদ্ধ।

ত্রিপিটকের বিভিন্ন জায়গায় নির্বাণ দুই প্রকার বলে উল্লিখিত হয়েছে। যথা:

১. সোপাদিশেষ নির্বাণ
২. অনুপাদিশেষ নির্বাণ

সোপাদিশেষ নির্বাণ: যে জীবিত মহাপুরুষের পঞ্চ উপাদান অর্থাৎ রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান স্কন্ধরূপ দেহ বিদ্যমান থাকতেই নির্বাণ সাক্ষাৎ হয় তাকে 'সোপাদিশেষ নির্বাণ' বলা হয়। এখানে উপাদান বলতে বর্তমান জীবনের দেহ ও মনকে বোঝায়। দেহ ও মনকে একত্রে পঞ্চস্কন্ধ বলা হয়। সাধারণ মানুষ অভ্যন্তরীন ও বাহ্যিক ইন্দ্রিয়সমূহের প্রতি আসক্ত থাকে। লোভ, দ্বেষ, মোহের প্রতি আসক্ত থাকে। জন্ম-মৃত্যুর অতীত হতে পারে না। সোপাদিশেষ নির্বাণ প্রাপ্তি বিমুক্তিসম্পন্ন আর্যগণ রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শের প্রতি অনুরক্ত হন না। ভৌতিক দেহের উপাদানসমূহ বর্তমান থাকতেই তাদের কর্মভব নিরুদ্ধ হয়। সুতরাং পঞ্চস্কন্ধ বিদ্যমান অবস্থায় দুঃখসমূহের বিনাশ করে কোন সাধক নির্বাণের জ্ঞান উপলব্ধি করলে তাকে বলে সোপাদিশেষ নির্বাণ। বুদ্ধ নৈরঞ্জনা নদীর তীরে বোধিবৃক্ষমূলে বুদ্ধত্ব লাভের পর থেকে মহাপরিনির্বাণের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত এরূপ নির্বাণে নিবৃত্ত হন।

অনুপাদিশেষ নির্বাণ ঃ পঞ্চস্কন্ধের বিনাশ সাধন করে যখন পরিনির্বাণে নিবৃত হন তখন তাকে 'অনুপাদিশেষ নির্বাণ' বলে। তৃষ্ণার বা আসক্তির অনুরাগবশত যাঁর রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান-এ পঞ্চস্কন্ধ চিরতরেই নিরুদ্ধ হয়ে যায় সেই মহাপুরুষের পুনর্জন্ম বিরহিত দেহত্যাগই অনুপাদিশেষ নির্বাণ। সোপাদিশেষ নির্বাণের পর পুর্নজন্ম বিরহিত দেহত্যাগই অনুপাদিশেষ নির্বাণ। সোপাদিশেষ নির্বাণ প্রাপ্ত মহাপুরুষ যখন পঞ্চস্কন্ধের বিলোপ সাধন করে পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হন, তখনই তিনি অনুপাদিশেষ নির্বাণ উপলব্ধি করেন। গৌতম বুদ্ধ বুদ্ধত্ব লাভের পঁয়তাল্লিশ বছর পর কুশিনগরে মুল্লরাজাদের শালবনে আশিবছর বয়সে মহাপ্রয়াণ লাভ করেন। গৌতম বুদ্ধের এই মহাপ্রয়াই হল অনুপাদিশেষ নির্বাণ।

সারসংক্ষেপ :

নির্বাণ দুই প্রকার, যথা- 'সোপাদিশেষ নির্বাণ' ও অনুপাদিশেষ নির্বাণ। যে জীবিত মহাপুরুষের পঞ্চ উপাদান অর্থাৎ রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান স্কন্ধরূপ দেহ বিদ্যমান থাকতেই নির্বাণ সাক্ষাৎ হয় তাকে 'সোপাদিশেষ নির্বাণ' বলা হয়। বুদ্ধ নৈরঞ্জনা নদীর তীরে বোধিবৃক্ষমূলে বুদ্ধত্ব লাভের পর থেকে মহাপরিনির্বাণের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত এরূপ নির্বাণে নিবৃত্ত ছিলেন। পঞ্চস্কন্ধের বিনাশ সাধন করে যখন পরিনির্বাণে নিবৃত হয় তখন তাকে 'অনুপাদিশেষ নির্বাণ' বলে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২ :

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। বুদ্ধের প্রচারিত ধর্মের মূল লক্ষ্য কোনটি?

ক. জ্ঞান লাভ খ. বিদ্যাশিক্ষা লাভ

গ. সম্পদ লাভ ঘ. নির্বাণ লাভ

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ২নং প্রশ্নের উত্তর দিন

প্রমথেশ বড়ুয়া ধর্মপরায়ণ উপাসক ছিলেন। তিনি বিহারে গিয়ে ত্রিরত্ন বন্দনা শেষে ভিক্ষুকে প্রণিপাত করে জিজ্ঞেস করলেন– দুঃখ থেকে মুক্তির সোপান কোনটি? ভিক্ষু তাকে মুক্তি লাভের উপায়স্বরূপ সোপাদিশেষ নির্বাণ ও অনুপাদিশেষ নির্বাণ সম্পর্কে ধর্মদেশনা করলেন। প্রমথেশ বড়ুয়া ভিক্ষুর নিকট দুই প্রকার নির্বাণ সম্পর্কে অবগত হলেন।

২। প্রমথেশ বড়ুয়া কি সম্পর্কে অবগত হলেন?

ক. অনির্বাণ খ. নির্বাণ

গ. প্রতিবেশি ঘ. ভিন্নদেশি

উত্তরমালা : ১. ঘ, ২. খ

পাঠ-১০.৩ নির্বাণের স্বরূপ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- কারা নির্বাণ লাভ করতে পারে তা জানতে পারবেন।
- নির্বাণের স্থায়িত্ব সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- নির্বাণের স্বরূপ কী তা জানতে পারবেন।
- নির্বাণের কিরকম সুখ উপলব্ধি করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	সর্বসংস্কার বিমুক্ত, তৃষ্ণা ও অবিদ্যা ধ্বংস, শান্ত-সুখময়, সর্বদুঃখের অন্তকারক।

নির্বাণের স্বরূপ বোঝা এবং অন্যকে বোঝানো বড়ই কষ্টসাধ্য। আবার একেবারে দুর্বোধ্যও নয়। আমরা এখন নির্বাণের স্বরূপ ব্যাখ্যা করব।

নির্বাণ বুদ্ধের সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান। একমাত্র বুদ্ধই সোপাদিশেষ নির্বাণ ও অনুপাদিশেষ নির্বাণ লাভ করেছেন। বুদ্ধ ধ্যান সাধনার মাধ্যমেই এই নির্বাণ লাভ করেছেন। নির্বাণ অব্যক্ত ও অনির্বচনীয়। এই অনির্বচনীয় নিত্যবস্তুকে বুঝতে হলে আমাদের সম্মুখ উপস্থাপিত জাগতিক পদার্থসমূহের যথার্থ জ্ঞান থাকা দরকার। নির্বাণ চিত্তের এমন এক অবস্থা যা সর্বোপরি বিবর্জিত ও সর্বসংস্কার বিমুক্ত। রোগ, শোক, ভয়, ভীতি প্রভৃতি সংসারের কোন প্রকার মালিন্য উহাকে স্পর্শ করতে পারে না। ধর্মপদে বলা হয়েছে– ''আরোগ্য পরম লাভ, সন্তুষ্টি পরম ধন, বিশ্বাস পরম জ্ঞাতি এবং নির্বাণ পরম সুখ''। বহুদিন ধরে রোগে পীড়িত মানুষের পক্ষে রোগমুক্তি যেমন পরম লাভ, তদ্রূপ কামনা বাসনায় প্রপীড়িত জীবের পক্ষে নির্বাণই পরম সুখ।কারণ, পঞ্চস্কন্ধ সমন্বিত দেহ ধারণ করা অতিশয় দুঃখজনক। নির্বাণ শান্তির লক্ষণ এবং দুঃখের উপসমই এর স্বভাব। তৃষ্ণা বা বাসনার কারণে মানুষ এক জন্ম থেকে আরেক জন্মে ঘুরতে থাকে। একে বলে ভবচক্র বা ভব-ভবান্তরে জন্ম নেওয়া। গৌতম বুদ্ধ বলেছেন-মানুষ তৃষ্ণার কারণে বার বার জন্মগ্রহণ করে এবং জন্ম দুঃখ, জরা দুঃখ, ব্যাধি দুঃখ, মৃত্যু দুঃখ, পরিবেদন দুঃখ, প্রিয় বিয়োগ দুঃখ, অপ্রিয় সংযোগ দুঃখ প্রভৃতি ভোগ করে।

নির্বাণ বুদ্ধ-সাধনার পরম প্রাপ্তি। দুঃখ থেকে চিরমুক্তির নাম নির্বাণ। তৃষ্ণার নিবৃত্তিই নির্বাণ। যেখানে সংসার স্রোতের গতি রুদ্ধ হয়েছে, আর জন্মগ্রহণ করতে হবে না, সেই পরম অবস্থাই হচ্ছে নির্বাণ। নির্বাণ অপরিনামশীল, অবিনশ্বর ও কালাতীত। নির্বাণ পরম সুখ, দুঃখ মিশ্রিত নয়। নির্বাণ দুঃখক্লিষ্ট মানবজাতির মুক্তির সোপান। নির্বাণ বিশ্বের দর্শন জগতের ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ দর্শন। এ নির্বাণ-সত্যের জন্য বুদ্ধ বিশ্বে সর্বশ্রেষ্ঠ মানবরূপে পূজিত হচ্ছেন। নির্বাণ অপরিবর্তনীয়, শান্ত এবং শাশ্বত।

নির্বাণের স্বরূপ বুঝতে হলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সব রকম জীব ও জড় বস্তু সম্পর্কে ধারণা থাকা প্রয়োজন। কেন না প্রত্যেক জীব ও জড় বস্তুতে আছে ভিন্ন ভিন্ন গুণের সমাবেশ। আবার এই গুণাবলী স্থির বা শ্বাশত নয়। নিয়ত পরিবর্তনশীল। পরিবর্তনশীলতা কখনো সুখকর নয়, বরং দুঃখময়। মানুষের দেহ ও মন কোন কিছুই চিরস্থায়ী নয়। সেজন্য আত্মার চিরস্থায়ী অস্থিত্ব স্বীকার করা যায় না। এজন্য বুদ্ধ বলেছেন, সংসার অনিত্য, দুঃখময় ও অনাত্ম।

নির্বাণ শান্ত, সুখময়, নির্বিঘ্ন, শুদ্ধ ও শীতল। বৈশিষ্ট্য এই যে, জড় পদার্থ স্ব স্ব স্থানে অবস্থান করে। কিন্তু নির্বাণ অজড় ও অমর। অন্যান্য স্থানের দিক নির্ণয় করা যায়। কিন্তু নির্বাণের দিক নির্ণয় করা যায় না। তাই বলে নির্বাণ যে নেই তা

অস্বীকার করা যায় না। ঔষধ রোগসমূহের অন্তকারক ও ধ্বংসকারক। নির্বাণও সর্বদুঃখের অন্তকারক। মহাসমুদ্রে তরঙ্গ, দীপ্তি, কিরণ প্রতিফলিত হয়। সেরূপ নির্বাণেও বিদ্যা, বিমুক্তি, প্রজ্ঞার প্রতিফলন ঘটে।

সারসংক্ষেপ :

নির্বাণ বুদ্ধে সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান। নির্বাণ শান্তির লক্ষণ এবং দুঃখের উপসমই এর স্বভাব। তৃষ্ণাকে রোধ করতে পারলেই নির্বাণ লাভ করা সম্ভব। নির্বাণ বুদ্ধ সাধনার পরম প্রাপ্তি। দুঃখ থেকে চিরমুক্তির আর এক নাম নির্বাণ। নির্বাণ পরম শান্তি, নির্বাণ শান্তির লক্ষণ। দুঃখ উপসম এর প্রতীতি। অচ্যুতি এর রস বা কৃত্য। নির্বাণ অপরিনামশীল, অবিনশ্বর ও কালাতীত। নির্বাণ পরম সুখ, দুঃখ মিশ্রিত নয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩ :

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। কিসের কারণে মানুষ বার বার জন্ম গ্রহণ করে?

ক. ধারণা খ. তাড়না

গ. ক্ষুধা ঘ. তৃষ্ণা

২। তৃষ্ণা রোধ করতে পারলে লাভ করা সম্ভব হয়–

i. অনির্বাণ ii.নির্বাণ

iii.পরিত্রাণ

নিচের কোনটি সঠিক

ক. i খ. ii

গ. i ও ii ঘ. ii ও iii

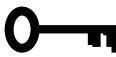

উত্তরমালা : ১. ঘ, ২. খ

পাঠ-১০.৪ উপমা ও যুক্তিতে নির্বাণ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- নির্বাণের উপমা ও যুক্তি সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- পঞ্চস্কন্ধের ধারণা লাভ করতে পারবেন।
- নির্বাণের মাধ্যমেই পরম সুখ শান্তি লাভ করা সম্ভব তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	মিলিন্দস্থবির ও নাগসেনের প্রশ্নোত্তর, যুক্তি-উপমা-হেতু প্রণালী, মহাসমুদ্রের জলরাশি, বুদ্ধচরিত, অশ্বঘোষ, নার্গাজুন, শান্তিদের, সংস্কারসমূহের উচ্ছেদ, ভবসন্ততির উচ্ছেদ, সর্বত্যাগই নির্বাণ।

বুদ্ধের প্রচারিত ধর্মের মূল লক্ষ্য নির্বাণ। নির্বাণ লাভে জন্ম নিরোধ হয়। 'মিলিন্দ প্রশ্ন' গ্রন্থে রাজা মিলিন্দ স্থবির নাগসেনকে নির্বাণ সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি যুক্তি ও উপমায়ক এর উত্তর প্রদান করেন। যেমন- "ভন্তে নাগসেন! নির্বাণ, নির্বাণ বলে বাক্য উচ্চারণ করছেন, সে নির্বাণের স্বরূপ, আকার, বয়স ও প্রমাণ যুক্তি, উপমা, হেতু ও প্রণালী দ্বারা প্রদর্শন করতে পারা যায় কী?"

"মহারাজ, নির্বাণ অসদৃশ, নির্বাণের স্বরূপ, আকার, বয়স ও প্রমাণ যুক্তি, উপমা, হেতু ও প্রণালী দ্বারা প্রদর্শন করা যায় না"।

"ভন্তে! বিদ্যমান তত্ত্ব নির্বাণের যে স্বরূপ, আকার, বয়স ও প্রমাণ যুক্তি, উপমা, হেতু ও প্রণালী দ্বারা প্রকাশ হয় না", এটা আমি বিশ্বাস করি না। আপনি যুক্তি দিয়ে তা আমাকে বোঝায়ে দিন।"

"মহারাজ! ঠিক আছে, কারণসহ আপনাকে বুঝিয়ে দেব। মহাসমুদ্র আছে কি?"

"হাঁ ভন্তে! মহাসমুদ্র আছে।"

"মহারাজ! যদি কেউ আপনাকে এরূপ জিজ্ঞেস করে, মহারাজ! মহাসমুদ্রে জল কি পরিমাণ? কত সংখ্যক জীব সেখানে বাস করে? এরূপ জিজ্ঞাসিত হলে আপনি তাকে কি উত্তর দেবেন?"

"ভন্তে যদি আমাকে কেউ এরূপ জিজ্ঞেস করে, মহাসমুদ্রে জল কি পরিমাণ এবং তাতে কত সংখ্যক জীব বাস করে?" ভন্তে! আমি তাকে এরূপ বলতে পারি, 'মহাশয়! আমাকে অবাস্তব বিষয় প্রশ্ন করছেন। এরূপ প্রশ্ন কারো পক্ষে করা অনুচিত। এ প্রশ্ন অবস্তব। লোকতত্ত্ববাদীদের দ্বারা মহাসমুদ্র বিভাজিত হতে পারে না। মহাসমুদ্রের জলের পরিমাণ করা কিংবা তথায় যে সকল জীব বাস করে তাদের দ্বারা সংখ্যা গণনা করা সম্ভব নয়।" ভন্তে! আমি তাকে এ প্রত্যুত্তর দিতে পারি।"

মহারাজ! আপনি মহাসমুদ্র সম্বন্ধে এরূপ প্রত্যুত্তর দিতে যাবেন কেন? ইহা গণনা করে তাকে বলা উচিত নয় কী যে, "মহাসমুদ্রে এ পরিমাণ জল এবং এত সংখ্যক জীব বাস করে।"

ভন্তে! সম্ভব নয়। এ প্রশ্ন উত্তরের বিষয় নয়।"

মহারাজ! যেমন মহাসমুদ্রে জলের পরিমাণ কিংবা এতে যে সকল জীব আছে, তাদের পরিমাণ করা সম্ভব নয়। সেরূপ বিদ্যমান নির্বাণের স্বরূপ, আকার, বয়স কিংবা পরিমাণ, উপমা, কারণ, হেতু ও যুক্তি দ্বারা প্রদর্শন করা সম্ভব নয়। মহারাজ! বশীভূত চিত্ত ঋদ্ধিমানগণ মহাসমুদ্রের জলরাশি এবং তদাশ্রিত জীবগণ গণনা করতে পারেন। তথাপি সে বশীভূত চিত্ত ঋদ্ধিমানগণ নির্বাণের স্বরূপ, আকার, বয়স কিংবা পরিমাণ উপমা, কারণ, হেতু ও যুক্তি দ্বারা প্রদর্শন করতে পারবেন না।

মহারাজ! সমস্ত অজ্ঞ প্রাকৃতজন অভ্যন্তরীণ, বাহ্যিক ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের উপভোগে রত হয়, অভিনন্দন করে, এর প্রশংসা করে, তারা জরা, মরণ, শোক, পরিদেবন, দুঃখ, দৌর্মনস্য ও মনস্তাপ হতে মুক্ত হয় না।

মহারাজ! পক্ষান্তরে জ্ঞানবান আর্যশ্রাবক আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের উপভোগে রত হন না, তাকে অভিনন্দন করেন না, প্রশংসা করেন না এবং এতে নিমগ্ন হন না। সে কারণে তাঁর তৃষ্ণার নিরোধ হয়, তৃষ্ণার নিরোধের ফলে উপাদান (আসক্তি) নিরুদ্ধ হয়, উপাদান নিরুদ্ধ হলে ভব নিরুদ্ধ হয়, ভব নিরুদ্ধ হলে জরা, মরণ, শোক, পরিদেবন, দুঃখ, দৌর্মনস্য ও মনস্তাপ নিরুদ্ধ হয়। এরূপে তাঁর যাবতীয় দুঃখরাশির অবসান হয়।

মহারাজ! এরূপে নিরুদ্ধ হওয়াই নির্বাণ।

বিশিষ্ট বৌদ্ধ পণ্ডিত, দার্শনিক শাস্ত্রবিদগণ বিভিন্নভাবে নির্বাণের সংজ্ঞা দিয়েছেন এবং ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেছেন। নিচে সে সম্পর্কে আলোকপাত করা হল:

'বুদ্ধচরিত কাব্য'- রচয়িতা কবি অশ্বঘোষ বলেছেন–

'নির্বাণ পুনর্জন্মের নিবর্তক'। অর্থাৎ জন্মের সংস্কারসমূহ ক্ষয় করতে না পারলে জন্মান্তর রোধ হয় না। সুতরাং সংস্কারসমূহের পূর্ণ উচ্ছেদ সাধনই হলো নির্বাণ।'

আচার্য নাগার্জুন বলেছেন ভবসন্ততির উচ্ছেদই হলো নির্বাণ। অর্থাৎ জন্মসমূহের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করাই নির্বাণ।

আচার্য শান্তিদেবের মতে, সর্বত্যাগই নির্বাণ। অর্থাৎ সুখ-দুঃখ, পঞ্চস্কন্ধ উপাদান -রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞান এবং অহংবোধ ত্যাগই হলো নির্বাণ।

নির্বাণ সম্পর্কে এ ধরনের অসংখ্য উপমা ও যুক্তি উল্লেখ করা যায়। এ সব উপমা ও যুক্তি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়-নির্বাণ হচ্ছে সকল প্রকার লোভ-দ্বেষ-মোহ এর নিবৃত্তি সাধনা। বুদ্ধ নির্বাণ সম্পর্কে সরাসরি কোনো ব্যাখ্যা দেননি। তাঁর রচিত বিভিন্ন গাথা কিংবা উপদেশ বিশ্লেষণ করলে একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছা সম্ভব। আর তা হচ্ছে তৃষ্ণাক্ষয় দ্বারা ভবচক্র নামক অন্তহীন দুঃখ থেকে চিরমুক্তিই নির্বাণ। বিভিন্ন পণ্ডিত, দার্শনিক নির্বাণ সম্পর্কে নানারকম যুক্তি-উপমা ব্যক্ত করেছেন। এসব যুক্তি-উপমা নির্বাণ সম্পর্কিত অস্পষ্ট ধারণাকে স্পষ্ট করে এবং বাস্তবমুখী করতে সহায়তা করে।

সারসংক্ষেপ :

নির্বাণ অসদৃশ্য, নির্বাণের স্বরূপ, আকার, বয়স ও প্রমাণ-যুক্তি, উপমা, হেতু ও প্রণালী দ্বারা প্রদর্শন করা যায় না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়,মহাসমুদ্রে জল কি পরিমাণ আছে, কত সংখ্যক জীব তথায় বাস করে, এর উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। নির্বাণ এর দৃষ্টান্তও তদ্রূপ। জন্মের সংস্কারসমূহ ক্ষয় করতে না পারলে জন্মান্তর রোধ করা সম্ভব নয়। সুতরাং সংস্কারসমূহের পূর্ণ উচ্ছেদই হল নির্বাণ। সুখ-দুঃখ, পঞ্চস্কন্ধ অর্থাৎ রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞান এবং অহংবোধ ত্যাগই হল নির্বাণ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪ :

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। সংস্কারসমূহের পূর্ণ উচ্ছেদ সাধনই হচ্ছে–

ক. নির্বাণ খ. অনির্বাণ

গ. পরিত্রাণ ঘ. তিরোধান

২। দুঃখ নিরোধের অপর নাম হচ্ছে –

i. নির্বাণ ii.ত্রিবাণ

iii. মৃত্যুবাণ

নিচের কোনটি সঠিক

ক. i খ. i ও ii

গ. ii ঘ. iii

উত্তরমালা : ১. ক, ২. ক

পাঠ-১০.৫ নির্বাণ লাভের উপায়

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বৌদ্ধধর্মের মূল ভিত্তি সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- নির্বাণ লাভের উপায় সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- প্রজ্ঞা সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ সম্পর্কে জানতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	আর্যসত্য, আর্য-অষ্টাঙ্গিক মার্গ, পুনর্জন্মের হেতু, ভবতৃষ্ণা, বিভব তৃষ্ণা, দুঃখ নিরোধগামিনী প্রতিপদা, প্রতীত্যসমুৎপাদনীতি, মজ্ঝিম পটিপদা।

আর্যসত্য তথা আর্য-অষ্টাঙ্গিক মার্গের অনুশীলনই নির্বাণ লাভের শ্রেষ্ঠ উপায়।

আর্যসত্য বা শ্রেষ্ঠসত্য হচ্ছে বুদ্ধবাণীর মূলতত্ত্ব। আর্যসত্য চার প্রকার: দুঃখ, দুঃখ সমুদয়, দুঃখ নিরোধ ও দুঃখ নিরোধগামিনী প্রতিপদা বা দুঃখ নিরোধের উপায়।

দুঃখ : সংসার চক্রের আবর্তনে পুনপুন জন্ম-মৃত্যু এবং তজ্জনিত দুঃখই প্রথম আর্যসত্য। দুঃখ বহু প্রকার: যথা– জন্ম, জরা, ব্যাধি, মৃত্যু, শোক, পরিতাপ, দুর্মনতা, অপ্রিয় সংযোগ, প্রিয়বিয়োগ, ঈপ্সিত বস্তুর অপ্রাপ্তি অর্থাৎ 'যা চাই তা পাই না, যা চাই না তা পাই। সংক্ষেপে পঞ্চ উপাদান স্কন্ধই দুঃখ।

দুঃখ সমুদয় : দুঃখ সমুদয় হচ্ছে দুঃখের কারণ বা হেতু। তৃষ্ণাই পুনর্জন্মের হেতু। তৃষ্ণা তিন প্রকার: কাম (ভোগ) তৃষ্ণা, ভবতৃষ্ণা ও বিভবতৃষ্ণা। ইন্দ্রিয়ের প্রিয় বস্তুই কাম। ঐ বিষয়ের সাথে সম্পর্ক এবং মননই তৃষ্ণার জনক 'ভব' অর্থে উৎপত্তি, পুনর্জন্ম, জীবনও বোঝায়। 'বিভব' বলতে তৃষ্ণার নিবৃত্তিকে বোঝায়, যাকে আর জন্মগ্রহণ করতে হয় না।

দুঃখ নিরোধ : তৃষ্ণার নিরোধ বা ধ্বংসই দুঃখনিরোধ। প্রিয় বিষয় এবং তদ্বিষয় বিচার বিশ্লেষণ দ্বারা যখন তৃষ্ণা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়, তখনই দুঃখ নিরোধ হয়। দুঃখ নিরোধের অপর নাম হচ্ছে নির্বাণ।

দুঃখ নিরোধগামিনী প্রতিপদা বা দুঃখ নিরোধের উপায়র : দুঃখ নিরোধগামিনী প্রতিপদা বা দুঃখ নিরোধের উপায় হচ্ছে আর্য-অষ্টাঙ্গিক মার্গ। একে মজ্ঝিম পটিপদা বা মধ্যম পথও বলা হয়।

আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের আটটি অঙ্গ হচ্ছে: সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি। অষ্টাঙ্গিক মার্গ তিন ভাগে বিভক্ত: যথা: শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞা।

প্রজ্ঞা হচ্ছে তত্ত্বজ্ঞান যার আলোকে অবিদ্যা দূরীভূত হয়। বলতে গেলে শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞাই হচ্ছে বুদ্ধের অনুশাসন।

১. সম্যক দৃষ্টি-সম্যক দৃষ্টি হচ্ছে সত্য বা অভ্রান্ত দৃষ্টি, যথার্থ জ্ঞান। আর্যসত্য, প্রতীত্যসমুৎপাদ নীতি (কার্য-কারণ নীতি), কর্ম ও কর্মফল সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞানই সম্যক দৃষ্টি। সম্যক দৃষ্টিকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে: লৌকিক সম্যক দৃষ্টি ও লোকোত্তর সম্যক দৃষ্টি।

২. সম্যক সংকল্প- সৎ সংকল্প বা উত্তম সংকল্প। ইহা ত্রিবিধ: নৈষ্ক্রম্য সংকল্প, অব্যাপাদ সংকল্প এবং অবিহিংসা সংকল্প। সকল অশুভ ও অকুশল চিন্তা পরিত্যাগ করে মৈত্রী, করুণা, মুপিতা, পরোপকার, সৎচিন্তা ও সৎ ভাবনায় নিজেকে জাগ্রত করার নামই সম্যক সংকল্প।

৩. সম্যক বাক্য- সৎ কিংবা সুভাষিত বাক্য। অকুশল বাক্য বর্জন করে কর্ণ সুখকর, সদর্থপূর্ণ সুভাষণই সম্যক বাক্য। বাচনিক সংযমী ব্যক্তি চার প্রকার গুণে গুণান্বিত হন। যথা- ১. মিথ্যাকথা থেকে বিরত থাকা, ২. পিশুন বা ভেদবাক্য হতে বিরত থাকা, ৩. পরুষ বা কর্কশ বাক্য থেকে বিরত থাকা, ৪. প্রলাপ বা বৃথাবাক্য থেকে বিরত থাকা।

৪. সম্যক কর্ম- সৎকর্মে পবিত্রতা নিহিত থাকে। বাক্য-সংযমের ন্যায় দৈহিক কর্মও সংযম করতে হয়। সকল প্রকার অসৎকর্ম পরিত্যাগ করে সংকর্ম সম্পাদনের নামই সম্যক কর্ম।
৫. সম্যক জীবিকা- সৎ জীবিকা অর্থাৎ নির্দোষ জীবিকা। কায়িক ও বাচনিক পাপে লিপ্ত না হয়ে যে জীবিকা নির্বাহ করা হয় তা সম্যক জীবিকা। সৎপুরুষগণ অস্ত্র, প্রাণি, সত্ত্ব, মাংস, মদ্য ও বিষ-এ পাঁচ প্রকারের ব্যবসা পরিত্যাগ করে কৃষি, বাণিজ্য, চাকুরী প্রভৃতি সৎজীবিকা দ্বারা স্ত্রী-পুত্রের ভরণ-পোষণ করেন।

৬. সম্যক ব্যায়াম- সৎ প্রচেষ্টা। উত্তরোত্তর উন্নতি সাধনের প্রবল প্রচেষ্টা বা উদ্যম। উচ্চতর সৎকর্মের মননশীলতা, চিত্তশুদ্ধির প্রবল অধ্যবসায়ই হচ্ছে সম্যক ব্যায়াম বা সৎ উদ্যম। ইহা চার প্রকার: ১. অনুৎপন্ন অকুশল অনুৎপাদনের প্রচেষ্টা, ২. উৎপন্ন অকুশল বিনাশের জন্য প্রচেষ্টা, ৩. অনুৎপন্ন কুশল সম্পাদনের প্রচেষ্টা, ৪. উৎপন্ন কুশল পরিবর্ধনের প্রচেষ্টা।
৭. সম্যক স্মৃতি-যথাযথ পর্যবেক্ষণ করা। দৈহিক ও মানসিক সকল প্রকার অবস্থা সূক্ষ্মদৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ বা স্মরণই সম্যক স্মৃতি। সম্যক স্মৃতি চার প্রকার: কায়ানুদর্শন, বেদনানুদর্শন, চিত্তানুদর্শন ও ধর্মানুদর্শন।

৮. সম্যক সমাধি- সমাধি অর্থ চিত্তের একাগ্রতা সাধন। সমাধি চার প্রকার: যথা- প্রথম ধ্যান, দ্বিতীয়ধ্যান, তৃতীয় ধ্যান ও চতুর্থ ধ্যান। চতুর্থ ধ্যানিক ব্যক্তিই পরমার্থ জ্ঞান লাভের উপযোগী।

সারসংক্ষেপ :

চার আর্যসত্য তথা আর্য-অষ্টাঙ্গিক মার্গের অনুশীলনই নির্বাণ লাভের শ্রেষ্ঠ উপায়। আর্যসত্য বা শ্রেষ্ঠ সত্য হচ্ছে বুদ্ধবাণীর মূলতত্ত্ব। আর্যসত্যে জ্ঞানলাভ একান্ত অপরিহার্য। বুদ্ধ ভোগবিলাস ও কৃচ্ছ্রসাধন– এই দুই অন্তবর্জিত যে পথের সন্ধান পেয়েছিলেন তা মূলত আর্যসত্য। এ আর্যসত্যই বৌদ্ধধর্মের মূল ভিত্তি। দুই অন্ত বলতে দু'টি চরম পন্থাকে বোঝানো হয়েছে। আর্যসত্য চার প্রকার ঃ দুঃখ, দুঃখ সমুদয়, দুঃখ নিরোধ ও দুঃখ নিরোধগামিনী প্রতিপদা বা দুঃখ নিরোধের উপায়। আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের আটটি অঙ্গ হচ্ছে- সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি। অষ্টাঙ্গিক মার্গকে তিনভাগে বিভক্ত করা যায় ঃ যথা– শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞা। তার মধ্যে প্রজ্ঞাই অন্যতম। অষ্টাঙ্গিক মার্গের তত্ত্বজ্ঞান উদয় হলে মানুষের অন্তর জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাষিত হয়। চরিত্র নির্মল হয় এবং সাধনা সিদ্ধ হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫ :

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. দুঃখ নিরোধের অপর নাম হচ্ছে–

i. নির্বাণ ii.ত্রিবাণ
iii.মৃত্যুবাণ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. i ও ii
গ. ii ঘ.iii

২. 'তৃষ্ণার নিবৃত্তি' বলতে বোঝায় –

ক. কাম খ. ভব

গ. বিভব ঘ. ত্রিভব

উত্তরমালা : ১. ক, ২. গ

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন-১

সুজাতা একজন ধর্মপ্রাণ মহিলা। তিনি একদিন বিহারে গিয়ে ভিক্ষুর নিকট 'নির্বাণ' সম্পর্কে জানতে চাইলেন। ভিক্ষু তাকে নির্বাণ সম্পর্কে ধারণা দিতে গিয়ে বললেন- বুদ্ধের প্রচারিত ধর্মবাণীর মধ্যে নির্বাণই সর্বশ্রেষ্ঠ। ভববন্ধন থেকে মুক্তির একমাত্র উপায়। নির্বাণ দুই প্রকার: যথা: সোপাদিশেষ নির্বাণ ও অনুপাদিশেষ নির্বাণ। আয়ুষ্কাল বর্তমান থাকতেই সোপাদিশেষ নির্বাণ লাভ করা যায়। অনুপাদিশেষ নির্বাণ হচ্ছে দেহত্যাগের পর পরিনির্বাপিত হয়ে বিমুক্তি লাভ করার নামই অনুপাদিশেষ নির্বাণ।

ক. বৌদ্ধধর্মের মূল ভিত্তি কি?

খ. নির্বাণ কী?

গ. উদ্দীপকের আলোকে সোপাদিশেষ নির্বাণ ও অনুপাদিশেষ নির্বাণের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করুন।

ঘ. উদ্দীপক অনুযায়ী নির্বাণের একটি স্বচ্ছ ধারণা দিন।

সৃজনশীল প্রশ্ন-২

ঢাকার মেরুল বাড্ডা আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ বিহারে এক ধর্ম সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় জনৈক ভিক্ষু উপাসক-উপাসিকাদের উদ্দেশ্যে দেশনা করলে তারা নির্বাণের স্বরূপ সম্পর্কে জানতে পারলেন। ভিক্ষু আরো বললেন-বৌদ্ধধর্ম জ্ঞানের ধর্ম, জ্ঞানীর ধর্ম। জ্ঞানীর দ্বারা নির্বাণ লাভ করা সম্ভব। নির্বাণের স্থায়িত্ব অবিনশ্বর। এজন্য বুদ্ধ বলেছেন- নির্বাণ পরম সুখ।

ক. কার দ্বারা নির্বাণ লাভ করা সম্ভব?

খ. নির্বাণের স্থায়িত্ব কীরূপ?

গ. উদ্দীপকে ভিক্ষু বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে কী বলেছেন? আলোচনা করুন।

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে 'নির্বাণ পরম সুখ'। - উক্তিটি মূল্যায়ন করুন।